38145 - মদ্যপায়ীর জন্য ধ্বংস

প্রশ্ন

একজন যুবতী রমযান মাস শুরুর আগে মদ পান করছে। তারপর রমযানের প্রথম দিন থেকে সে রোযা রাখা শুরু করছে। কিন্তু এক বোন তাকে বলছে যে তার রোযা বাতিল হয়ে যাবে। আল্লাহ তার রোযা কবুল করবেন না; কারণ সে সম্প্রতি মদ পান করছে। তাকে চল্লিশ দিন অপেক্ষা করতে হবে, তারপর আল্লাহ তার নামায-রোযা কবুল করবেন। এটা কি সঠিক?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

মদ পান করা একটি কবীরা গুনাহ। এটি সকল অপকর্মের মূল। সকল অনিষ্টের চাবিকাঠি। এটি মানুষের বিবেক-বুদ্ধি অকেজো করে দেয়, অর্থ-সম্পদ ধ্বংস করে এবং মাথা ব্যথা সৃষ্টি করে। এর স্বাদ বিস্বাদ। এটি শয়তানের অন্যতম ঘৃণ্য কাজ। এটি মানুষের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। মানুষকে আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। ব্যভিচারের দিকে আহ্বান করে। হতে পারে নিজের মেয়ে, বোন এবং মাহরামদের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে প্রলুব্ধ করে। এটি গাইরত ধ্বংস করে দেয় এবং লাঞ্ছনা, আফসোস ও অপমানের কারণ হয়। এটি মদ্যপকে অপূর্ণ স্তরের মানুষ তথা পাগলদের স্তরে নিয়ে যায়। এটি গোপনীয়তা ফাঁস করে দেয় এবং উহ্য বিষয়গুলো প্রকাশ করে দেয়। মন্দ ও পাপ কাজে জড়ানোকে তুচ্ছ হিসেবে উপস্থাপন করে। মন থেকে সম্মানিত বিষয়কে সম্মান করার অনুভূতি দূর করে দেয়। মদে আসক্ত ব্যক্তি মূর্তিপূজারীর মতো।

এটি কত যুদ্ধের সূচনা যে করছে? কত ধনী ব্যক্তিকে যে দরিদ্র করছে? কত সম্মানিত ব্যক্তিকে যে অপমানিত করছে? কত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে যে লাঞ্ছিত করছে? কত নিরীমত যে কেড়ে নিয়েছে? কত শান্তি যে ডেকে এনছে?

কত স্বামী আর স্ত্রীর মাঝে যে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে? স্বামীর হৃদয় ও বিবেক-বুদ্ধি কেড়ে নিয়েছে।

কত যে আফসোস বা শিক্ষার কারণ হয়েছে?

মদ্যপ ব্যক্তির সামনে কল্যাণের কত দুয়ার যে রুদ্ধ করছে এবং কত অনিষ্টের দুয়ার যে উন্মোচন করছে?

কত বিপদে যে ফেলেছে, কত মৃত্যু যে ত্বরান্বিত করছে?

মদ্যপ ব্যক্তির উপর কত আপদ যে ডেকে এনেছে?

সুতরাং মদ হলো পাপের সমষ্টি, অনিষ্টের চাবি, নিয়ামত লুণ্ঠনকারী এবং বিপদ আহ্বানকারী।

যদি মদের একটিমাত্র অনিষ্ট এটা হত যে, একই ব্যক্তির পেটে এই মদ ও জান্নাতের মদ একত্রিত হবে না, তাহলে মুসিবত হিসেবে এটাই যথেষ্ট ছিল।

আমরা যা উল্লেখ করলাম মদের অনিষ্ট তার চেয়ে বহুগুণে বেশি।[সমাপ্ত][ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ রচিত 'হাদিউল আরওয়াহ' গ্রন্থ থেকে চয়নকৃত]

আল্লাহ আমাদেরকে তার কিতাবে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বচনের মাধ্যমে মদ থেকে সতর্ক করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন:

১- আল্লাহ তাআলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, মূর্তি, ভাগ্য নির্ণয়ের তীর এগুলো বস্তুত শয়তানের এক একটি ঘৃণ্য কাজ। অতএব, এসব থেকে দূরে থাক, যাতে তোমরা সফল হতে পারো।"[সূরা মায়েদা: ৯০]

২- আল্লাহ তাআলা মদ্যপ ব্যক্তিকে অভিশাপ দিয়েছেন। সুনানে আবু দাউদে (৩১৮৯) রয়েছে: ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "মদ পানকারী, এর পরিবেশনকারী, বিক্রেতা, ক্রেতা, উৎপাদক, যে উৎপাদন করায়, সরবরাহকারী এবং যার জন্য সরবরাহ করা হয়— এদেরকে সবাইকে আল্লাহ অভিশাপ দিয়েছেন।"[হাদীসটি শাইখ আলবানী সহিহ বলে গণ্য করেছেন যেমনটি সহীহু আবু দাউদে (২/৭০০) রয়েছে]

৩- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদ্যপ ব্যক্তিকে মূর্তিপূজারীর সদৃশ বলে গণ্য করেছেন। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "মদে আসক্ত ব্যক্তি মূর্তিপূজারীর মত।"[হাদীসটি ইবনে মাজাহ (৩৩৭৫) বর্ণনা করেছেন এবং শাইখ আলবানী সহীহু ইবনে মাজাহ (২৭২০) গ্রন্থে এটিকে হাসান বলে গণ্য করেন]

৪- যে ব্যক্তি নিয়মিত মদ পান করে তার জন্য জান্নাতে প্রবেশ করা হারাম হয়ে যায়। আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "মদে আসক্ত ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[হাদীসটি ইবনে মাজাহ (৩৩৭৬) বর্ণনা করেন এবং শাইখ আলবানী সহীহু ইবনে মাজাহ (২৭২১) গ্রন্থে এটিকে সহিহ বলে গণ্য করেন]

৫- উসমান রাদয়িাল্লাহু আনহু বলনে: “তোমেরা মদ পরহিার করো, কনেনা তা সকল অপকর্মরে প্রসূতি। তোমোদরে পূর্ববর্তী যুগে একজন ইবাদতগুজার ব্যক্তি ছলি। এক খারাপ রমণী তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। এতদুদ্দশ্যে মহলিাটি তার এক দাসীকে ইবাদতগুজার লোকরে কাছে পাঠাল। দাসীটি এসে বলল: আমরা সাক্ষ্য দয়োর জন্য আপনাকে ডাকছি। তখন ইবাদতগুজার লোকটি ঐ দাসীর সাথে গমন করলনে। দাসীটি যে দরজা অতক্রিম করত সটেইি পছিন থকেে বন্ধ করে দতি। এভাবে ইবাদতগুজার লোকটি এক সুন্দরী নারীর সামনে এসে উপস্থতি হলো। সে নারীর সন্নকিটে ছলি একটি ছলেে ও এক পয়োলা মদ। সইে নারী ঐ ইবাদতগুজার লোককে বলল: আল্লাহর শপথ! আমি আপনাকে সাক্ষ্য দওেয়ার জন্য ডকেে পাঠাইনি; বরং এজন্য ডকেে পাঠয়িছে যি, আপনি আমার সাথে কামে লপি্ত হবনে কংিবা এই মদ পান করবনে কংিবা এই ছলেকেে হত্যা করবনে। লোকটি বলল: 'তাহলে আমাকে এই মদ থকেে এক গ্লাস দাও।' মহলিাটি তাকে এক গ্লাস মদ পান করালো। এরপর লোকটি বলল: আরো দাও। এভাবে লোকটি থামল না। এক পর্যায়ে সে ঐ নারীর সাথে কুকামে লপি্ত হলো এবং ঐ ছলেকেওে হত্যা করলো। অতএব তোমেরা মদ পরত্যিাগ কর। কনেনা, আল্লাহ্র শপথ! মদ ও ঈমান কখন সহাবস্থান করে না। এর একটি অন্যটকিে বরে করে দয়ে।”[হাদীসটি নাসাঈ (৫৬৬৬) বর্ণনা করছেনে। শাইখ আলবানী সহীহুন নাসাঈ (৫২৩৬) গ্রন্থে এটকিে সহহি বলে গণ্য করছেনে]

৬- মদ্যপ ব্যক্তরি নামায চল্লশি দনি কবুল হয় না। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর বর্ণনা করনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: “যে ব্যক্তি মদ পান করে মাতাল হয় চল্লশি দনি পর্যন্ত তার নামায কবুল হয় না। সে মারা গলেে জাহান্নামে প্রবশে করব। আর যদি সে তওবা করে তবে আল্লাহ তাআলা তার তওবা কবুল করবনে। যদি সে আবার মদ পান করে মাতাল হয় তাহলে কয়িামতরে দনি আল্লাহ তা'য়ালা তাকে 'রাদাগাতুল খাবাল' পান করাবনে। সাহাবীরা জজ্ঞিাসা করল: ‘হে আল্লাহর রাসূল! ‘রাদাগাতুল খাবাল’ কী?’ তনিি বললনে: জাহান্নামীদরে দহে থকেে নর্িগত পুঁজ ও রক্ত।”[ইবনে মাজাহ (৩৩৭৭); শাইখ আলবানী সহীহু ইবনে মাজাহ (২৭২২) গ্রন্থে এটকিে সহহি বলছেনে]

নামায কবুল হওয়ার অর্থ এই নয় যে তার নামায পড়া সঠকি নয় কংিবা তাকে নামায ছাড়তে হব। বরং অর্থ হলো সে এর নকেী পাবে না। এ অবস্থায় নামায পড়ার ফায়দা হলো সে দায়মুক্ত হবে এবং নামায ত্যাগরে দরুন শাস্তি পাবে না।

আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে নসর আল-মারওয়াযী বলনে: ‘তার নামায কবুল হবে না’ এর অর্থ হলো: মদ পান করার শাস্তি হসিবেে চল্লশি দনি সে নামাযরে কোনো নকেী পাবে না। যমেনভিাবে ইমাম খুতবা দওেয়ার সময় জুমার দনি যে ব্যক্তি কথা বলব, সে জুমা পড়লওে তার জুমা নাই বলা হয়ছে। অর্থাৎ সে পাপরে শাস্তি হসিবেে জুমার নকেী পাবে না।[তা'যীমু ক্বাদরসি সালাত: (২/৫৮৭, ৫৮৮)]।

ইমাম নববী বলনে: “তার নামায কবুল না হওয়ার অর্থ হলো এই নামাযগুলোতে সে কোনো নকেী পাবে না, যদওি তার ফরযরে দায়ত্বি আদায় হয়ে যাবে এবং তাকে পুনরায় নামায পড়তে হবে না।”[সমাপ্ত]

আর প্রশ্নকর্ত্রীকে যে বিষয়টি বলা হয়েছে যে, তার রোযা প্রত্যাখ্যান করা হবে এবং কবুল হবে না, সেটি মূলত কিছু আলেমের অভিমতের ভিত্তিতে। যারা মনে করেন উপর্যুক্ত হাদীসে উল্লিখিত নামায কবুল না হওয়ার দ্বারা অন্যান্য সকল ইবাদতও কবুল না হওয়াকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

মুবারকপুরী তুহফাতুল আহওয়াযী গ্রন্থে বলেন: 'কারো কারো মতে: নামাযের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কেননা এটি সর্বোত্তম শারীরিক ইবাদত। এটি কবুল না হলে অন্যান্য ইবাদত অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কবুল হবে না।[সমাপ্ত] অনুরূপ কথা বলেছেন ইরাকী এবং মুনাওয়ী।

সুতরাং এই মতানুসারে রোযাও কবুল হবে না। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে কেউ যদি মদ পান করে তাহলে সে রোযা রাখা ছেড়ে দিবে। বরং সে রোযার রাখার ব্যাপারে আদিষ্ট। কিন্তু শাস্তিস্বরূপ তার রোযা কবুল করা হবে না।

নিশ্চিন্তে মদ্যপ ব্যক্তিকে যথাসময়ে নামায আদায় করতে হবে এবং রমযানের রোযা রাখতে হবে। যদি সে তার কোনো নামায অথবা রোযা ছেড়ে দেয় তাহলে সে মদ পানের অপরাধের চেয়ে বড় কবীরা গুনাহতে জড়িয়ে পড়ল।

এটাও জেনে রাখা উচিত যে, কোনো মুসলিম পাপে লিপ্ত হওয়ার পর দুর্বল ঈমানের কারণে তাওবা করতে সক্ষম না হলেও তার জন্য পাপকাজ অনবরত চালিয়ে যাওয়া কিংবা ভালো কাজ ত্যাগ করা ও ভালো কাজের প্রতি অবহেলা করার দুয়ার যেন না খুলে দেয়। বরং তার উপর ওয়াজিব যথাসাধ্য ইবাদত করা এবং কবীরা গুনাহ ও ধ্বংসাত্মক গুনাহ ত্যাগে প্রচেষ্টা চালানো।

সুতরাং একজন মুসলিমের উপর ওয়াজিব আল্লাহকে ভয় করা এবং শয়তানের বিভ্রান্তি ও প্ররোচনা থেকে সতর্ক থাকা। সে যেন কোনোভাবে নিজেকে শয়তানের হাতের খেলনায় পরিণত না করে। আর তার শয়তান যদি তার উপর বিজয়ী হয়ে যায় এবং তাকে স্রষ্টার অবাধ্যতায় লিপ্ত করায়, তাহলে সে যেন দ্রুত তাওবাহ করে। কেননা 'পাপ থেকে তাওবাহকারী এমন ব্যক্তির মতো যার কোনো পাপ নেই।'[ইবনে মাজাহ (২৪৫০) হাদীসটি বর্ণনা করেন এবং বূসীরী এটিকে সহিহ বলে গণ্য করেন 'যাওয়াইদু ইবনে মাজাহ' গ্রন্থে]

মদ্যপ ব্যক্তির এমন শাস্তি ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে তাওবা করেনি। কিন্তু যে তাওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে যাবে, আল্লাহ তার তাওবা কবুল করবেন এবং তার আমল কবুল করবেন।

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা করেন এবং আমাদেরকে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য ফিতনা থেকে রক্ষা করেন।

সমস্ত প্রশংসা জগতসমূহের রব আল্লাহর জন্য।